



প্রথম আলোকে মাওলানা ফজলুল হক আমিনী

## কওমি মাদ্রাসা নিয়ন্ত্রণ করতে চাইলে জিহাদ শুরু হবে

আরিফুর রহমান

গত চার বছরে সরকার মাদ্রাসাগুলোর বিরুদ্ধে কিছু করেনি। কিন্তু এখন কোথাও কোথাও তল্লাশি চালাচ্ছে। দেশে এখন ২০ হাজার কওমি মাদ্রাসায় ৫০ লাখ ছাত্র-শিক্ষক আছে। এদের পাশ কাটিয়ে, ধোঁকা দিয়ে কেউ ক্ষমতায় যেতে পারবে না।

চারদলীয় জোট সরকারের শরিক ইসলামী ঐক্যজোটের একাংশের চেয়ারম্যান সাংসদ মাওলানা ফজলুল হক আমিনী প্রথম আলোকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে এসব কথা বলেছেন। গত মঙ্গলবার রাতে পুরান ঢাকার লালবাগ শাহি মসজিদ ও মাদ্রাসায় তার অফিসকক্ষে এ সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়। সাক্ষাৎকারে তিনি জঙ্গি তৎপরতা, সরকারের ভূমিকা, জোট সরকারের সঙ্গে সম্পর্ক, জামায়াত ও তাদের দলের সম্পর্ক, চারদলীয় জোট ইত্যাদি বিষয়ে কথা বলেন।

জঙ্গিবাদের সঙ্গে নিজেদের সম্পর্ক অস্বীকার করে তিনি বলেন, পারলে এটা সরকার প্রমাণ করুক। তিনি আরো বলেন, সরকার যদি কওমি মাদ্রাসা নিয়ন্ত্রণ করতে চায়, তাহলে আলেম-ওলামারা জিহাদ শুরু করে দেবে।

ফজলুল হক আমিনী বলেন, জামায়াতে ইসলামী সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করতে চায়। জামায়াত যদি তার অবস্থান পরিবর্তন না করে তাহলে তারা এর পরিণতি ভোগ করবে। আর যদি জঙ্গিদের সঙ্গে জামায়াতের সম্পৃক্ততা প্রমাণিত হয় তাহলে তিনি চারদলীয় জোট থেকে তাদের বের করে দেওয়ার প্রস্তাব দেবেন। তিনি বিষয়টি তদন্ত করার জন্য সরকারকে আহ্বান জানান।

সাক্ষাৎকারটি এখানে প্রকাশিত হলো।

প্রশ্ন: ইদানীং চুপচাপ দেখছি আপনাকে। আপনি তো আলোচনায় থাকেন, নানা কথা বলেন...

ফজলুল হক আমিনী: চুপচাপ তো না। আমি তো কারেন্ট ইস্যু নিয়ে বলি। বিভিন্ন জায়গায় যাচ্ছি। কথা-বার্তা বলছি। সাংগঠনিক তৎপরতা চালাচ্ছি। নির্বাচনের কাজ করছি। এক-একদিন দুই-তিনটি সম্মেলনও থাকে।

প্রশ্ন: গত মঙ্গলবার গাজীপুর ও চট্টগ্রামের আদালতপাড়ায় বোমা হামলা হয়েছে। যারা এসব করেছে, তাদের সম্পর্কে আপনার ও আপনার দলের মূল্যায়ন কী?

আমিনী: এসব ঘটনা যারা ঘটাবে, তারা দেশের বাইরের কোনো শক্তির মদদ পাচ্ছে।

প্রশ্ন: জঙ্গিরা তো দেশের?

আমিনী: হ্যাঁ, জঙ্গিরা দেশের। কিন্তু যারা করাবে, তারা বাইরের শক্তি। দেশের অস্তিত্বকে যারা চ্যালেঞ্জ করছে।

প্রশ্ন: আপনি চারদলীয় জোটের শীর্ষ একজন নেতা, সাংসদও। আপনাদের এসব ব্যাপারে দায়িত্ব নেই?

আমিনী: দায়িত্ব আমাদেরও। এখানে এমনই একটা সরকার টিকতে পারে, যারা মুসলিম সেন্টিমেন্টকে সম্মান করে। এ সেন্টিমেন্টকে শ্রদ্ধা করার কারণেই চারদলীয় জোট ক্ষমতায় এসেছে। আর আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় না আসার পেছনেও ওই একই কারণ। আওয়ামী লীগ অহেতুক আলেম-ওলামাদের হয়রানি করছে, আমাকে গ্রেপ্তার করেছে।

প্রশ্ন: কিন্তু রাজশাহীতে বাংলা ভাই, শায়খ আবদুর রহমান আত্মপ্রকাশ করল।

আমিনী: এ ব্যাপারে আমার অভিজ্ঞতা-জ্ঞান কম। পত্র-পত্রিকাতেই যা দেখেছি। আসলে যে কী ঘটনা ঘটেছে, এখানে থেকে সেটা বোঝা কঠিন ছিল। আমরা এখনো বলি, বাংলা ভাই বলেন আর যেই বলেন, যারা এই ধরনের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড করাবে, তারা দেশের দুশমন, মানবতার শত্রু। এদের ধরতে হবে।

প্রশ্ন: একটা সময় আপনি বলেছিলেন, জামায়াতকে জোট থেকে বের করতে হবে।

আমিনী: কথাটায় একটু ভুল বোঝাবুঝি হয়েছিল। আমি যা বলেছিলাম, এখনো বলি। জামায়াতের সঙ্গে অনেক বিষয়ে আমাদের মতবিরোধ আছে। তারা সব সময় মাতব্বরি করে। অন্যান্য ইসলামি দলগুলোকে নিচু করে রাখতে চায়।

প্রশ্ন: জামায়াত যদি সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করতে চায় তাহলে আপনাদের প্রতিক্রিয়া কী হবে?

আমিনী: জামায়াত যদি এভাবে নিয়ন্ত্রণ করে, তাদের অবস্থান পরিবর্তন করতে না চায় তাহলে তার ফলাফল তারা ভোগ করবে।

প্রশ্ন: আপনি যে কথা বলেছেন, একই কথা বিএনপির একজন সাংসদ বলেছিলেন। কথা কিন্তু মিলে যাচ্ছে।

আমিনী: না, পার্থক্য আছে। এ ধরনের খবরদারিটাই বিপজ্জনক। আজকে যে বিএনপির লোকজন জামায়াতের ওপর খেপছে, নিশ্চয়ই কোনো কারণ আছে। এখন তো আমি কোনো কথা বলছি না। এই যে পল্টন ময়দান নিয়ে জামায়াতের সঙ্গে আমাদের ঝামেলা হলে। আমি পরিষ্কার বললাম, পল্টন ময়দান আমাকে দিতে হবে। শেষ পর্যন্ত সরকার সেটা দিয়েছেও। এখন জামায়াতকে নিয়ে বিএনপি সাংসদরা যা বলেছেন, তারাই ভালো বলতে পারবেন কী কারণ। আমি তো আর জানি না। তাদের সঙ্গে নিশ্চয়ই একটা বোঝাপড়া হয়েছে, যেজন্য তারা জামায়াত-বিরোধী মনোভাব দেখাচ্ছেন।

প্রশ্ন: বিএনপি সাংসদ বললেন যে, জঙ্গিদের সঙ্গে আছে জামায়াত।

আমিনী: বিএনপি নেতারা যারা বলেছেন জামায়াত জড়িত আছে, সরকার এটা তদন্ত করুক। যদি প্রমাণ বের হয় জামায়াত

জড়িত আছে তাহলে আমি প্রথম ব্যক্তি বলব যে, জামায়াতকে জোট থেকে বের করে দিতে।

প্রশ্ন : জামায়াতের দিক থেকে কোনো আশঙ্কা করেন না? আপনাদের তো তারা জোট থেকে বাদ দিয়ে দিতে পারে?

আমিনী : অসম্ভব কথা। সাংগঠনিকভাবে তারা এগিয়ে থাকতে পারে। কিন্তু প্রভাব বিস্তার করতে পারবে না।

প্রশ্ন : জামায়াত এখন চাপে আছে, সেজন্য কি আপনি অন্যভাবে বিষয়টি ভাবছেন?

আমিনী : না, সেটা নয়। জামায়াতেরও মৌলিক এমন কিছু বিষয় আছে যে, তারা যতই সাংগঠনিক কাঠামো মজবুত করুক, দেশের মানুষের কাছে কখনো তারা গ্রহণযোগ্যতা পাবে না।

প্রশ্ন : জামায়াত ইসলামী শাসনের কথা বলে। আপনারাও বলেন। আবার বলছেন, মৌলিক তফাৎ আছে।

আমিনী : মতপার্থক্য থাকলে ঐক্য করা যে যায় না তা তো আর নয়। ইসলামি শাসনের কথা জামায়াত বলে, আমরাও বলি। কিন্তু পদ্ধতি আলাদা। কওমি মাদ্রাসায় লাখ-লাখ ছাত্র আছে। এরা কিন্তু কেউ শিবিরের সদস্য হয়নি। তারা শিবির বানায় আলিয়া মাদ্রাসায়। স্কুল-কলেজের ভেতরে।

প্রশ্ন : আপনারা জোটে আছেন। সরকারে নেই। জামায়াত সরকারে থাকায় এগোচ্ছে। আপনারা পিছিয়ে যাচ্ছেন না?

আমিনী : সত্য কথা বলি আপনাকে। আওয়ামী লীগ আলেম-ওলামাদের ওপর যে মনোভাব নিয়েছিল, তাতে বিএনপির সঙ্গে থাকা ছাড়া আমাদের আর কোনো বিকল্প ছিল না। বিএনপি আমাদের সুযোগ-সুবিধা দিক আর না দিক, আমাদের ইসলামি কাজ-কর্ম করতে বাধা দিচ্ছে না। গত চার বছরে আমাদের মাদ্রাসাগুলো যেভাবে চলছে, তাতে বিএনপি কোনো কথা বলছেন না। ইদানীং মাদ্রাসাগুলোয় কিছু তন্নাশি চলছে। ঠিকানা নিচ্ছে, ওস্তাদের নাম নিচ্ছে। আমরা প্রতিবাদ করছি। প্রধানমন্ত্রীকে জানিয়েছি। এইমাত্র মান্নান ভুঁইয়ার সঙ্গে কথা বললাম। আমাদের একজন লোক ধরছে। এভাবে যদি বিএনপি আলেম-ওলামাদের ওপর অত্যাচার করতে থাকে তাহলে তাদের জন্য বুঝেই হবে। এটা আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আলেম-ওলামাদের সমর্থন ছাড়া এ দেশে অন্য কেউ ক্ষমতায় আসতে পারবে না। বর্তমানে ২০ হাজার মাদ্রাসা আছে। এগুলোয় ৫০ লাখ ছাত্র-শিক্ষক আছে। এদের পাশ কাটিয়ে, ধোঁকা দিয়ে কেউ ক্ষমতায় চলে যাবে, তা হবে না।

এই চার বছর বিএনপির কোনো লোক মাদ্রাসায় এসে জিজ্ঞেস করেনি, কোথা থেকে টাকা আনছেন। কী করছেন। কী পড়াচ্ছেন? আর আওয়ামী লীগের শুধু খবরদারির অভ্যাস। সাধারণভাবে বিএনপিতে এটা নেই। আমরা মনে করি, আন্তে-আন্তে মানুষকে ইসলামের কথা বোঝাতে পারব।

প্রশ্ন : সরকার তো বলছে, তারা জঙ্গি ধরছে, জঙ্গি দমন করছে...

আমিনী : না না, জঙ্গি ধরুক। কিন্তু জঙ্গি ধরার নামে মাদ্রাসাগুলোয় তন্নাশি, এটা তো হবে না। এটা প্রমাণ করে বলতে হবে। যদি কোনো মাদ্রাসায় জঙ্গি ধরা পড়ে, তারা মাদ্রাসা বন্ধ করে দিক। আমরা তো বিএনপির সঙ্গে আছি। তারা ইসলামি মূল্যবোধের কথা বলে। আল্লাহ-রাসুলের (সাঃ) কথা বলে।

প্রশ্ন : আপনার দলের যে গঠনতন্ত্র, সেখানে ইসলামি শাসনের কথা বলা আছে। কিন্তু বিএনপির সঙ্গে থাকলে কি ইসলামি শাসন কায়ম করা সম্ভব? বিএনপির গঠনতন্ত্রে তো ইসলামি শাসনের কথা নেই।

আমিনী : বিএনপির গঠনতন্ত্রে তা নেই। আমাদের ইসলামে অনেক সময় ইসলামি দল না হলেও তাদের সঙ্গে এক হয়ে বা যুগপৎ কাজ করার দৃষ্টান্ত আছে। আমরা বিএনপির সঙ্গে কাজ করছি এজন্য যে, বিএনপি আমাদের জন্য বাধা না। আওয়ামী লীগকে আমরা বাধা মনে করি। আওয়ামী লীগ যদি মনোভাব ত্যাগ করে তো আলাদা।

মানুষের মধ্যে একটা অস্বস্তির ভাব আছে, সব সরকারের প্রতি। দেশের এক নম্বর সমস্যা কী, দুর্নীতি। সন্ত্রাস।

আমাদের বিশ্বাস হলো, প্রচলিত আইন, প্রচলিত নিয়মপদ্ধতি দিয়ে এ দুর্নীতি, সন্ত্রাস বন্ধ করা যাবে না। যে পর্যন্ত আল্লাহর আইন, ইসলামি আদর্শ প্রতিষ্ঠা না হয়, ততক্ষণ দুর্নীতি-সন্ত্রাস বন্ধ হবে না।

প্রশ্ন : চার দলের মহাসচিবদের বৈঠক আছে ৪ ডিসেম্বর। আপনাদের ইসলামী ঐক্যজোট তো কয়েক অংশে বিভক্ত।

আমিনী : আমরা মান্নান ভুঁইয়াকে পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছি, শায়খুল হাদিস ও আমরা ছাড়া অন্য কাউকে বললে যাব না। শায়খুল হাদিস এবং আমরা অনেক কাছাকাছি চলে আসছি। ভবিষ্যতে আমরা একও হয়ে যেতে পারি। আগামী নির্বাচনকে উপলক্ষ করেই আমরা কাছাকাছি আসছি। আপনি আসার আগে শায়খুল হাদিস পক্ষে মহাসচিব আমার এখানে এসেছিলেন।

প্রশ্ন : কওমি মাদ্রাসাগুলো আপনাদের নিয়ন্ত্রণে। কিন্তু এখানকার শিক্ষাপদ্ধতি নিয়ে তো নানা কথা আছে।

আমিনী : যাদের কওমি মাদ্রাসা সম্পর্কে ধারণা নেই, তারা এটা বলেন। আমাদের এ শিক্ষা-ব্যবস্থায় অনেক আধুনিকতা এসেছে। বাংলা, ইংরেজি, কম্পিউটার শিক্ষা দিচ্ছে। এখন আপনি তো আর জিজ্ঞেস করতে পারেন না, ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটিতে কেন ডাক্তারি পড়ানো হয় না। আমরা কোরআন-হাদিসের ওপর বিশেষজ্ঞ তৈরি করি। তবে এটা স্বীকার করি, আধুনিক যুগে অনেক সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে। আলেমদের এসব বোঝাতে হবে। আমাদের কত সমস্যা। সরকারি কোনো সাহায্য নেই।

প্রশ্ন : সরকারি স্বীকৃতি চান আপনারা। সরকার তো দিচ্ছে না।

আমিনী : স্বীকৃতি দিচ্ছে না, দেবে। আর সরকারি সাহায্য এভাবে নিতে চাই না, যেভাবে আলিয়া মাদ্রাসাগুলো চলে। আমরা চাই,

কওমি মাদ্রাসার যে দাওয়া শ্রেণী, তাকে মাস্টার্সের সমমান দিতে হবে। সরকার নিয়ন্ত্রণ করবে, এটা চাই না। সরকার নিয়ন্ত্রণ করলে আর এলেম থাকবে না। আজকে মাদ্রাসার মধ্যে স্বাধীনভাবে রাজনীতি করছি। স্কুল-কলেজের মধ্যে রাজনীতি করায় সমস্যা আছে।

প্রশ্ন : তার মানে রাজনীতি, নেতৃত্ব ধরে রাখার জন্য সরকারি নিয়ন্ত্রণের বাইরে থাকতে চান।

আমিনী : এটা ভুল ব্যাখ্যা। রাসুল (সাঃ)-এর আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য স্বাধীন থাকতে চাই। কারো অধীন হলে এটা সম্ভব নয়।

প্রশ্ন : সরকারি অনুদান পাচ্ছেন না। কিন্তু আপনাদের তো চলে যাচ্ছে। বাইরের অনুদানও পাচ্ছেন।

আমিনী : বাইরের অনুদান মানে মানুষের অনুদান, সরকারি নয়। বিশেষ করে আমাদের দেশের লোক যারা আফ্রিকা, রাশিয়া, সৌদি আরব থাকে। আর লালবাগ মাদ্রাসা যেটা, এটা মূলত ঢাকার বিভিন্নজনের অনুদানে চলে। বাইরের অনুদান মানে কোনো বন্ধু হয়তো বাইরে গেল, সে কিছু অনুদান পাঠাল।

প্রশ্ন : সরকার আপনাদের মাদ্রাসাগুলো যদি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করে তো কী হবে? অভিযোগ উঠেছে, জঙ্গিদের ট্রেনিং হচ্ছে কোনো কোনো মাদ্রাসায়।

আমিনী : সরকার পারবে না। এত বড় খরচ, সরকার কোথেকে দেবে। আর দ্বিতীয়ত, এটা করতে গেলে আলেম-ওলামারা জিহাদ শুরু করে দেবে।

প্রশ্ন : তাহলে জঙ্গি তৎপরতা বন্ধ করার উপায় কী?

আমিনী : মাদ্রাসায় তো জঙ্গি তৎপরতা নেই। সরকার এটা প্রমাণ করুক। যে জঙ্গিরা ধরা পড়েছে, তাদের কাছ থেকে জেনে আসল হোতাদের ধরুক। সেটা কেন হচ্ছে না? সরকারকে সেটা করতে হবে। আবদুর রহমানকে সরকার ধরুক। সবার পরামর্শ নেওয়া দরকার এ ব্যাপারে।

প্রশ্ন : বাংলা ভাইদের ধরার সুযোগ তো সরকার হাতছাড়া করেছে।

আমিনী : সরকার ভুল করেছে। এখন সরকার চেষ্টা করছে। আজ আতঙ্কগ্রস্ত সারা জাতি। সবাইকে মিলে এখন চেষ্টা করতে হবে।

প্রশ্ন : অভিযোগ আছে, আপনারা জঙ্গিবাদের মদদ দেন।

আমিনী : এটা মিথ্যা। আমাদের সঙ্গে জঙ্গিদের কোনো সম্পর্ক নেই। জঙ্গিদের ঘৃণা করি।

প্রশ্ন : জঙ্গি তৎপরতায় সরকারের ভূমিকায় সন্তুষ্ট আপনি?

আমিনী : সরকারের জঙ্গি তৎপরতার বিরুদ্ধে আরো জোরদার ভূমিকা নেওয়া উচিত। আমার সন্তুষ্ট হওয়ার ব্যাপার নয়। দেশবাসী সন্তুষ্ট না হলে আমি সন্তুষ্ট হয়ে কী লাভ। যেটা চলছে, এতে দেশবাসীর মধ্যে আতঙ্ক আছে।

\*\*\*\*\*